ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 196 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৫২ ● কলকাতা ● ১৫ পৌষ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 159

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর তখন শরীরের দ্বারা কৃত ভুল কাজের আত্মগ্লানির ভাবও শেষ হয়ে যায় যে এই ভুল কাজ শরীরের দ্বারা হয়ে গেছে। পাপ কাজ যখন আমি করিইনি, তাহলে "আমি পাপী" এই ভাবও নিজেই শেষ হয়ে যায়। মনুষ্যের অসন্তুলনের দুটো প্রান্ত আছে। এক "আমি করেছি"র অহংকার আর দুই-"আমি পাপী"র আত্মগ্লানি। দুটোই মিথ্যা।"

ক্রমশঃ

বাঁকুড়ার জনসভা থেকে তৃণমূলের নতুন স্লোগান মমতার মুখে 'ফাটাফাটি খেলা হবে'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের কথায় মাথায় রেখে তৃণমূলের নতুন স্লোগান শোনা গেল দলনেত্রীর মুখে। খেলা হবে এর বদলে নতুন স্লোগান 'ফাটাফাটি খেলা হবে'। দলীয় নেতা- কর্মী - সমর্থকদের কাছে তৃণমূল চুক্তি মোর আহবান 'শক্তিশালী' হয়ে ঘোরার।নেত্রীর মতে এবারেও ভোটেও খেলা হবে। ফাটাফাটি খেলা হবে। কেউ ভয় পাবেন না ।দলের কর্মীরা আমাদের সম্পদ তাদের বলব শক্তিশালী হয়ে ঘুরুন।'এস আই আর শুনানি পড়বে যে হেনস্তা হচ্ছে তার প্রতিবাদে সকলকে রাস্তায় নামতে আহ্বান জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ করে আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজনদের । তাঁর কথায়, আপনারা জাগুন। বিজেপি

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে FIR

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিরোধী দলনেতার কনভয়ের বেপরোয়া গতি! গাড়ির ধাক্কায় আহত শিশু ও মহিলা। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এবার FIR দায়ের করা হল পূর্ব মেদিনীপুরের খেঁজুরি। ঘটনার তদন্ত করে পুলিসকে আইনানুগ ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন অভিযোগকারী।মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। কনভয়কাণ্ডে রাজ্য পুলিসকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় আদালত। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ ছিল, ই ঘটনায় তদন্ত যেমন করছে তেমনই চালিয়ে যেতে পারবে পুলিশ। তাছাড়া আদালতের অনুমতি ছাড়া চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া যাবে না। কনভয়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআরপিএফ কর্মীদের বিরুদ্ধেও কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।নিজেকে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী। FIR-র তিনি জানিয়েছে, 'গত ২৬ ডিসেম্বর দুপুর আনুমানিক ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ আমি সিগন্যালে হেঁড়িয়া সাবিত্রী শঙ্ক ভাণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময়ে শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় কাঁথির দিক থেকে তমলুকের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সেই কনভয়ের সব থেকে শেষ একটি কালো গাড়ি যখন হেঁড়িয়া ক্রসিং পার হচ্ছিল, সেই সময় একজন মহিলা, তাঁর তিন-চার বছরের বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে বোগার দিক থেকে হেঁটে মাধাখালীর দিকে যাচ্ছিল। ওই গাড়িটি বেপরোয়া গতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই মহিলাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ওই মহিলা ও বাচ্চাটি ছিটকে রাস্তা উপরে পড়ে। মহিলার হাত ও বাচ্চার মাথায় আঘাত লাগে'।

অভিযোগকারীর দাবি, 'শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি রাস্তায় সবসময় বেপরোয়াভাবে চলাচল করে। আমরা এলাকার মানুষ সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকি, কখন জানি, আমাদের বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তিনি প্রভাবশালী বলে এলাকার কেউ অভিযোগ জানাতে সাহস পায় না'।

এবারই কিন্তু প্রথম নয়। পূর্ব মেদিনীপুরে শুভেন্দু কনভয়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। বছর তিনেক মারিশদা থানায় এলাকায় দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে থানার ওসি-কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ২০২৩ সালে মে মাসে দিঘা-নন্দকুমার জাতীয় সড়কের চণ্ডীপুরে শুভেন্দুর কনভয়ে ধাক্কা এক ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। সেবারও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মৃতের বাবা। গ্রেফতার করা হয় কনভয়ের একটি গাড়ির চালককে।

সেবাশ্রয়ের ট্যাবলেটে হিন্দুদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ', বেফাঁস শুভেন্দু, পালটা দিল তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূলকে আক্রমণ করতে গিয়ে সেবাশ্রয় প্রসঙ্গে বিতর্কিত মন্তব্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর । বললেন, 'সেবাশ্রয় শিবিরের ট্যাবলেট খাবেন না, ওতে হিন্দুদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের ওষুধ মেশানো আছে।' নিজের বিধানসভা নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় শিবির ঘোষণায় বিজেপি যে প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছে বিরোধী দলনেতার কথায় তা প্রমাণিত, দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের।শুভেন্দুর এমন মন্তব্যকে প্রবল চাপে পড়ে 'প্যানিক রিয়্যাকশন' বলে মন্তব্য করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, "বিরোধী দলনেতা যে নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় শিবিরের ঘোষণায় ভয় পেয়েছেন, আগামী ভোটে হারার আতঙ্কে ভুগছেন এই হাস্যকর মন্তব্য থেকেই তার প্রমাণ মিলছে।" তৃণমূলের আরও দাবি, মানুষের চিকিৎসায়

এরপর ৪ পাতায়

২৯৪ কেন্দ্রেরই দলীয় কো-অর্ডিনেটরের নাম ঘোষণা তৃণমূলের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এখন যুদ্ধের সময়' ঘোষণার তিনদিনের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের কাজে ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় কো-অডিনেটরের নাম জানিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখ্য, গত ২৬ ডিসেম্বরের ভার্চুয়াল বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সবক'টি বিধানসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটরের নাম জানিয়ে দেওয়া হবে ঘোষণা করেছিলেন।পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক সাংগঠনিক জেলার মহিষাদল, নন্দকুমার, হলদিয়া, ময়না-শিবানী দে কুন্ডু। পাঁশকুড়া পূর্ব, পাঁশকুড়া পশ্চিম, তমলুক, নন্দীগ্রাম-রাজীব বন্দোপাধ্যায়। কাঁথি সাংগঠনিক জেলার কাঁথি দক্ষিণ, কাঁথি উত্তর,

রামনগর, এগরা-সুপ্রকাশ গিরি। চন্ডীপুর, ভগবানপুর, পটাশপুর, খেজুরি-অমিয়কান্তি ভট্টাচার্য। মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার শালবনি, গড়বেতা ও মেদিনীপুর-দাঁতন-সূর্যকান্ত অট্ট। খড়গপুর গ্রামীন, খড়গপুর সদর-প্রদীপ সরকার। ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা চন্দ্রকোনা, দাশপুর, ঘাটাল-আশিস হুদাইত। ডেবরা, সবং, কেশপুর, পিংলা-মানসরঞ্জন ভূইঞা। ঝাড়গ্রাম সাংগঠনিক জেলা গোপিবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম-অজিত মাহাতো। বিনপুর, নয়াগ্রাম-চিন্ময়ী মারান্ডি। পুরুলিয়া সাংগঠনিক জেলার পারা, পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর-সুজয়

এরপর ৫ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বাঁকুড়ার জনসভা থেকে তৃণমূলের নতুন স্লোগান মমতার মুখে 'ফাটাফাটি খেলা হবে'

জনজাগরণকে ভয় পায়। মঙ্গলবার সল্টলেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাংবাদিক বৈঠকের আধঘন্টার ব্যবধানে বড়জোড়ায় সভা শুরু করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তার জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উদ্দেশ্যে মন্তব্য ছিল ভোটের আগে আরো আসবেন তখন নাড়ু খাওয়াবো ।নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু। বাংলায় অনেক নাড়ু পাওয়া যায়। একদিকে নাড়ু আর অন্যদিকে মা-বোনেদের হাতে থাকবে... মুখ্যমন্ত্রী কি বলে প্রশ্ন করলে জনগণের মধ্যে থেকে উত্তর ভেসে আসে 'ঝাড়ু' ।বাঁকুড়ার জনসভা থেকে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন এআই দিয়ে নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি' র আই টি ছেলের একজন নির্বাচন কমিশনে বসে সবটা করছেন। মঙ্গলবার তৃণমূলের বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পূর্ব বর্ধমান এবং দুর্গাপুর সাংগঠনিক জেলার সভা ছিল বড়জোড়ায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে অভিযোগ করেন এ আই দিয়ে এসআইআরে নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা একটা বড় কেলেঙ্কারি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারো নাম প্রকাশে না বললে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কত শনিবার কমিশনের ডিজি আইটি সীমা খন্নাকে নিশানা করেছিলেন।

এসআইআর শুনানি পর্বে আমজনতার চরম হয়রানি হচ্ছে এই অভিযোগে সরব হন মমতা। বয়স্কদের ডেকে এনে তিনতলায় তোলা হচ্ছে কাউকে বাদ দিচ্ছে না নিজেদের বাবা-মাকে যারা সম্মান করতে পারে না তারা বয়স্কদের কি করে সম্মান দেবে ?এসআইআর আতঙ্কে যারা মারা গিয়েছেন তাদের নামে জেলায় জেলায় শহীদ বেদী গড়ার ডাক দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। ঐ শহীদ বেদীর নিচে লেখা থাকবে তাই নির্বাচন কমিশন এবং ভ্যানিশ কুমার কমিশনার। এই ভাবেই দেশের নির্বাচন কমিশনারকে জনসভা থেকে কটাক্ষ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জ্ঞানেশ কুমারের নাম উচ্চারণ না করে বলেন, আপনি তো নিজের পরিবার গোছানোর জন্য বিজেপির দালালি করছেন। যেদিন বিজেপি ক্ষমতায় থাকবে না সেদিন কি হবে? দলের নেতা কর্মীদের আপাতত সব ছেড়ে এসআইআর এবং ভোটের কাজে মন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। তিনি বলেন, 'এখন সব পিকনিক ,উৎসব বন্ধ ।এখন একটাই উৎসব, সেটা গণতন্ত্রকে বাঁচানোর উৎসব। ২০১১ সালে ভোটের আগে তৃণমূলের অন্যতম স্লোগান ছিল খেলা হবে এবার ভোটে সেই খেলার নতুন নামকরণ হল ফাটাফাটি খেলা।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ২১ জন অফিসার ও সৈনিককে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক প্রদান

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

আজ কলকাতায় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) বা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ১০ জন কর্মরত এবং ১১ জন অবসরপ্রাপ্ত সদস্যকে প্রশংসনীয় সেবা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদকে সম্মানিত করা হয়। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সি ভি আনন্দ বোস পদকগুলি প্রদান করেন। এই পদক রাজ্য পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের কর্তব্যের প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা ও সেবার পরিচয় দেওয়ার জন্য সম্মান জানায়।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান শুধুমাত্র ২১ জন পুরস্কারপ্রাপকের উৎকর্ষের উদযাপন নয়, বরং দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর মূল্যবোধ এবং সৈনিকদের ত্যাগের প্রতিও শ্রদ্ধার প্রকাশ। দীর্ঘদিন জনসেবার অভিজ্ঞতা থাকা একজন প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক হিসেবে ড. আনন্দ বোস শান্তিপর্ব ও যুদ্ধের সময় দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় বিএসএফের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাজীব রঞ্জন লাল, ইন্সপেক্টর জেনারেল (হিউম্যান রিসোর্স), বিএসএফ ইস্টার্ন কমান্ড এবং শ্রী ভূপেন্দ্র সিং, ইন্সপেক্টর জেনারেল, সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার, বিএসএফ।

১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর গঠিত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বর্তমানে সীমান্ত নিরাপত্তা ও অপরাধ প্রতিরোধের কাজ থেকে শুরু করে উগ্রপন্থার দমন এবং সেনাবাহিনীর সামরিক কার্যক্রমে সহায়তা পর্যন্ত বিবিধ প্রকৃতির দায়িত্ব পালন করছে। বিশ্বের বৃহত্তম সীমান্ত নিরাপত্তা সংস্থা হিসেবে প্রায় ২,৫০,০০০ সদস্য নিয়ে গঠিত বিএসএফ ১৯৭১ সালের যুদ্ধ থেকে শুরু করে অপারেশন সিন্দুর পর্যন্ত দেশের প্রতিরক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সম্পাদকীয়

ছাব্বিশের নির্বাচনে বাংলা দখল করবে বিজেপি

ছাব্বিশের নির্বাচনে বাংলা দখল করবে বিজেপি। কলকাতায় তিনদিনের সফরে এসে আগেভাগেই এমন আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য শোনা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর গলায়। তাঁর দাবি, দুই তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে সরকার গঠন করবে ভারতীয় জনতা পার্টি। আগের নির্বাচনগুলির ফলাফল থেকে ভোট শতাংশ - তথ্য ও পরিসংখ্যান রীতিমতো বিশ্লেষণ করে এই ভবিষ্যদ্বাণী শাহর।এরপরই শাহ বলেন, "আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা কংগ্রেস, বাম, তৃণমূলকে সুযোগ দিয়েছেন। বাংলা শুধু পিছিয়েই গেছে। অপরদিকে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি দেখুন। বিকাশ, সুশাসন দেখছেন। আমাদের বিপুল জনসমর্থন দিয়ে জেতান। আমরা বাংলার মনীষীদের স্বপ্নের বাংলা বানাব। সব কিছু একদিকে রেখে বিজেপিকে ভোট দিন।"

অমিত শাহর এসব বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বাঁকুড়ার জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "বলছেন 'সোনার বাংলা' গড়ে দেব। আপনাদের রাজ্য ওড়িশা। সেখানে বাংলা ভাষায় কথা বললে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হয়। আর আপনারা গড়বেন সোনার বাংলা!"আর এ থেকেই প্রশ্ন উঠল, সত্যিই কি বাংলা জয় করতে চায় বিজেপি? নাকি তৃণমূলের সঙ্গে বিশেষ কোনও সমঝোতার কারণে এ বিষয়ে উদাসীনতা গেরুয়া শিবিরের? বাংলার শাসকশিবিরের সঙ্গে কেন্দ্রের শাসকদলের 'সেটিং' তত্ত্বের কথা উঠতেই তার জবাব দিলেন অমিত শাহ। বললেন, "আজ আমরা যখন বলছি, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের সরকার তৈরি হবে তার জন্য যথেষ্ট কারণ আমাদের হাতে রয়েছে।"

বঙ্গ জয় বিজেপির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন হলেও বারবার প্রাপ্তি ব্যর্থতা। দুর্বল সংগঠন, যথাযথ নেতৃত্বের অভাব, জনসংযোগে খামতি – এমন কয়েকটি ফ্যাক্টরকে দায়ী করা হয়েছে। তা মেনেও নিয়েছে বঙ্গ বিজেপির একাংশ। প্রতিবার ভোটের আগে বিজেপির শীর্ষ নেতারা বাংলায় এসে বর্তমান সরকারকে উৎখাতের কথা বলে হুঙ্কার দেন। আর ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, তাদের ঝুলিতে হাতে গোনা ভোট। এই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি দেখে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মত, তৃণমূল-বিজেপি 'সেটিং' তত্ত্ব রয়েছে এর পিছনে। স্ব স্ব স্বার্থে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বোঝাপড়ার স্বার্থেই বাংলায় তৃণমূলকে লড়াইয়ের জমি ছেড়ে দেয় কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল।

মঙ্গলবার অমিত শাহর সাংবাদিক বৈঠকে তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়। সত্যিই কি বাংলা জিততে চায় বিজেপি? এর জবাবে শাহ জানালেন, "আমি এসে যখন বলছি যে ছাব্বিশে বাংলায় বিজেপি সরকার গড়বে, তার মানে সেই কারণ আছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৭% ভোট এবং ২ টি আসন আমরা পেয়েছি। ২০১৬তে ১০% ভোট এবং ৩টি বিধায়ক ২০১৯ ৪১% ভোট এবং ২০২১ নির্বাচনে ৭৭ টি আসন পেয়েছিলাম। এর ফলে কংগ্রেস পার্টিও এই রাজ্যে শূন্য হয়ে গেছে। বামেরাও কোনও ভোট পায়নি আর আমরা প্রধান বিরোধী দল হয়েছি। ২০২৪ নির্বাচনে ৩৯% ভোট পেয়েছি ও ১২ টি আসন পেয়েছি। ২০২৬ শেও আমরা বিপুল আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসব।"

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(নবম পর্ব)

পূজিতা। অন্যান্য দেবদেবীর মতো সরস্বতীকে নিয়ে ভক্তের কল্পনার সীমা নেই। তিনি পশ্চিমবঙ্গে দ্বিভূজা, হংসবাহিনী। কিন্তু দেশের কোথাও কোথাও তিনি চতুর্ভূজা এবং ময়ূরবাহিনী। মহাভারত রচনা হওয়ার আগেই রাজপুতানার মরুভূমিতে সরস্বতী নদী অদৃশ্য হয়ে গেলেও কয়েকটি স্রোতধারা অবশিষ্ট ছিল। এই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

সেবাশ্রয়ের ট্যাবলেটে হিন্দুদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ', বেফাঁস শুভেন্দু, পালটা দিল তৃণমূল

সেবাশ্রয় শিবির, তার ওষুধে জন্মনিয়ন্ত্রণ হবে, এটা শুনলে যে কেউ হাসবেন।" বিরোধী দলনেতার বক্তব্যকে চরম অরাজনৈতিক বলেই মন্তব্য তৃণমূলের।তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় রাজ্যের একাধিক জায়গায় সেবাশ্রয়ের আয়োজন করা হচ্ছে। সেই তালিকায় রয়েছে নন্দীগ্রামও। স্বাভাবিকভাবেই বহু মানুষ সেখানে যাবেন। আমজনতাকে, মূলত হিন্দুদের সেবাশ্রয় বিমুখ করতে গিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে বসলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের এক কর্মসূচিতে তিনি বলেন, "সেবাশ্রয় শিবিরের ট্যাবলেট খাবেন না, ওতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ওষুধ মেশানো আছে। হিন্দু জনসংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায় সেই কারণে সেবাশ্রয় থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেট বিলি করা হবে। তৃণমূল চায়, নন্দীগ্রামে হিন্দু ভোটার কমে যাক। যে ওখানে কেউ রক্ত পরীক্ষাও করাবেন না।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

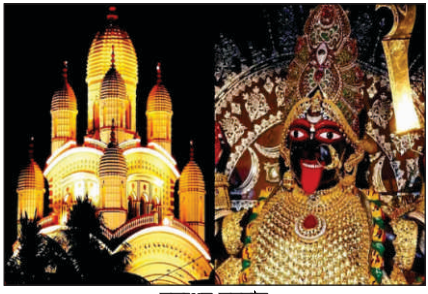

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

রূপকল্প কালীকল্পনা থেকে পৃথক, একজন সর্পভয় অন্যজন মারীভয় নিবারণ করেন। প্রজ্ঞাপারমিতা এবং মহামন্ত্রানুসারিণী এই দুজন অক্ষোভ্যকুলের হলেও সৌম্যমূর্তি ধারণ করেন, বসুধারা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

২৯৪ কেন্দ্রেরই দলীয় কো-অর্ডিনেটরের নাম ঘোষণা তৃণমূলের

বন্দ্যোপাধ্যায়। বান্দোয়ান, কাশিপুর, মানবাজার-হংসেশ্বর মাহাতো। বলরামপুর, বাঘমুন্ডি, জয়পুর-সুশান্ত মাহাতো। বাকুড়া সাংগঠনিক জেলার শালতোড়া, ছাতনা, বাঁকুড়া-রথীন বন্দোপাধ্যায়। তালডাংরা, রানিবাঁধ, রায়পুর-রাজকুমার সিংহ। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বড়জোড়া, সোনামুখি, ইন্দাস-অরূপ খাঁ। বিষ্ণুপুর, কোতলপুর, ওন্দা-দেবনাথ বাউড়ি। বীরভূম সাংগঠনিক জেলার লাভপুর, সাঁইথিয়া, বোলপুর, মুরারই, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট, ইঁাসন, দুবরাজপুর, সিউড়ি, নলহাটি, নানুর-১১টি বিধানসভার দায়িত্বে দলের কোর কমিটি। বস্তুত তারপর সোমবার রাতে দলের চেয়ারপার্সন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনক্রমে ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটরের নাম সোশাল মিডিয়ায় জানিয়ে দিল তৃণমূল। প্রাথমিকভাবে ৩৫টি সাংগঠনিক জেলায় একজন যেমন কো অর্ডিনেটর হিসাবে একাধিক বিধানসভার দায়িত্ব পেয়েছেন তেমনই আবার অনেকে মাত্র একটি আসন দেখবেন। দায়িত্বের ক্ষেত্রে যেমন প্রবীণ নেতৃত্ব, সাংসদ ও বিধায়ক আছেন তেমনই যুব ও মহিলা নেতৃত্বকেও কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব দিয়েছে দল। তাৎপর্যপূর্ণ হল, একমাত্র বীরভূম জেলায় ১১টি বিধানসভার ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি নয়, গোটা কোর-কমিটিকেই সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিষেক বলেছিলেন, "এই কো-অর্ডিনেটররা দলের চোখ-কান হয়ে কাজ করবেন। শীর্ষ নেতৃত্বকে রিপোর্ট করবেন। দল সেই অনুযায়ী কেন্দ্রটি সম্পর্কে পর পর দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।"

উত্তরে কোচবিহার জেলায় দিনহাটা, সিতাই ও কোচবিহার দক্ষিণ- জগদীশ বাসুনিয়া। কোচবিহার উত্তর, নাটাবাড়ি ও তুফানগঞ্জ-রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, শীতলকুচি-পার্থপ্রতিম রায়। আলিপুর দুয়ার, কুমারগ্রাম, ফালাকাটা-চিন্ময় ভট্টাচার্য। কালচিনি, মাদারিহাট-বীরেন্দ্র বরা। জলপাইগুড়ি জেলার মাল, নাগরাকাটা-দেবাশীষ ভৌমিক (চন্দন)। ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ি-দুলাল দেবনাথ। জলপাইগুড়ি, রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি-কৃষ্ণ দাস। দার্জিলিং (সমতল) শিলিগুড়ি-কুন্তল রায়। মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি-অরুন ঘোষ। ফাঁসিদেওয়া-কাজল ঘোষ। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, করণদিঘি-মিনহাজ আফরিন। রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, ইটাহার ও কালিয়াগঞ্জ-কৃষ্ণকল্যানী। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন, কুশমান্ডি, হরিরামপুর-চিন্তামনি বিহা। বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ-গৌতম দাস। মালদহের হরিশচন্দ্রপুর, চাঁচল-প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়। মালতিপুর, রতুয়া-সামসুল হক। ইংলিশবাজার, ওল্ড মালদহ, মানিকচক, গাঁজল-আশিস কুণ্ডু। হাবিবপুর, সুজাপুর, মোথাবাড়ি, বৈষ্ণবনগর-মৌসম বেনজির নূর।

দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ ও সুঁতি-ইমানি বিশ্বাস। জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা-জনাব আখরুজ্জামান। নবগ্রাম, খড়গ্রাম, সাগরদিঘি-আশিস মার্জিত। মুর্শিদাবাদ-বহরামপুর সাংগঠনিক জেলার জলঙ্গি, ডোমকল, রানিনগর- আব্দুল সৌমিক হোসেন। ভগবানগোলা ও মুর্শিদাবাদ-শাওনি সিংহরায়। হরিহরপাড়া, বহরমপুর, নওদা, রেজিনগর, বেলগাঙা-মোশারফ হোসেন (মধু)। কান্দি, ভরতপুর, বড়ঞা-আনারুল ইসলাম (অনীর), নদিয়ার কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার করিমপুর, তেহট্ট, কালিগঞ্জ-তারানুম সুলতানা মীর। পলাশীপাড়া, নাকাশিপাড়া-জয়ন্ত সাহা। চোপড়া, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ ও উত্তর-উজ্জ্বল বিশ্বাস। নদিয়ার রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার নবদ্বীপ, শান্তিপুর-রিক্তা কুণ্ডু। রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, রানাঘাট দক্ষিণ-তাপস কুমার ঘোষ। রানাঘাট উত্তর-পূর্ব ও কৃষ্ণগঞ্জ-রত্না ঘোষ কর। চাকদা, হরিণঘাটা, কল্যানী-চঞ্চল দেবনাথ। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার গাইঘাটা, বাগদা-নরোত্তম বিশ্বাস। বনগাঁ উত্তর ও দক্ষিণ, স্বরূপনগর-পরিতোষ সাহা। বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বসিরহাট দক্ষিণ, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-সুরজিৎ মিত্র (বাদল), মিনাখা, হাঁড়োয়া-আব্দুল খালেক মোল্লা। বসিরহাট উত্তর, বঁাদুড়িয়া-রফিকুল ইসলাম মণ্ডল। বারাসাত সাংগঠনিক জেলার হাবড়া, অশোকনগর-জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক (বালু). মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, দেগঙ্গা-রথীন ঘোষ। রাজারহাট নিউটাউন, বিধাননগর-তাপস চট্টোপাধ্যায়। দমদম বারাকপুর সাংগঠনিক জেলার আমডাঙা, বীজপুর, নৈহাটি-সুবোধ অধিকারী। ভাটপাড়া, জগদ্দল-হিমাংশু সরকার (বাপি)। নোয়াপাড়া ও বারাকপুর-উত্তম দাস। খড়দহ, পানিহাটি-তীর্থঙ্কর ঘোষ (পুঁচি)। কামারহাটি, বরানগর-অঞ্জন পাল। দমদম, দমদম উত্তর, রাজারহাট গোপালপুর-প্রবীর পাল (কেটি)।

হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলার হাওড়া উত্তর, শিবপুর, বালি, হাওড়া মধ্য-মনোজ তিওয়ারি। পাঁচলা, জগদবল্লভপুর, ডোমজুড়, হাওড়া দক্ষিণ-কল্যানেন্দু ঘোষ। হাওড়া গ্রামীন সাংগঠনিক জেলার উলুবেড়িয়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল, উলুবেড়িয়া পূর্ব, আমতা-অজয় ভট্টাচার্য। উদয়নারায়নপুর, শ্যামপুর, বাগনান, উলুবেড়িয়া উত্তর-সমীর কুমার পঁাজা। শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার উত্তরপাড়া, জাঙ্গিপাড়া, চন্ডীতলা-দিলীপ যাদব। চন্দননগর, ধনিয়াখালি, সিঙ্গুর-বেচারাম মান্না। শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, চুঁচুড়া-সুবীর মুখোপাধ্যায়। সপ্তগ্রাম, বলাগড়, পাণ্ডুয়া-রঞ্জন ধঁাড়া। হুগলি-আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার হরিপাল, তারকেশ্বর-স্বপন কুমার সামন্ত। পুড়শুড়া, খানাকুল-শেখ মেহবুব রহমান। আরামবাগ, গোঘাট-স্বপন নন্দী। পূর্ব বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার কালনা, পূর্বস্থলী উত্তর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, মন্তেশ্বর-স্বপন দেবনাথ। রায়না, মেমারি, জামালপুর, খণ্ডঘোষ- ডাঃ শর্মিলা সরকার। বর্ধমান উত্তর, বর্ধমান দক্ষিণ, গলসি, ভাতার-শান্তনু কোনার। কাটোয়া, আউশগ্রাম, কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট-কাঁকলি গুপ্ত তা। পশ্চিম বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম-প্রদীপ মজুমদার। কুলটি, আসানসোল উত্তর-মলয় ঘটক। বারাবনি, জামুরিয়া, পান্ডবেশ্বর-ভি শিবদাসন দাসু। রানীগঞ্জ, আসানসোল দক্ষিণ-তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার কুলপি, রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমা-শ্রীমন্ত মালি। সাগর, কাকদ্বীপ, মন্দিরবাজার-শান্তনু বাপুলি। মগরাহাট পূর্ব, জয়নগর-দিলীপ জাটুয়া। ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব, ভাঙড়, সাতগাছিয়া-শওকত মোল্লা। মহেশতলা, ডায়মন্ডহারবার, মগরাহাট পশ্চিম-শামিম আহমেদ মোল্লা। বিষ্ণুপুর, বারুইপুর পশ্চিম ও বারুইপুর পূর্ব-দিলীপ মণ্ডল। সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর-ডঃ পার্থসারথী গঙ্গোপাধ্যায়। ফলতা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ-জাহাঙ্গির খান। কলকাতা দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা-বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিম-অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। কসবা, বালিগঞ্জ, রাসবিহারী-বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। যাদবপুর, টালিগঞ্জ-বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত। ভবানীপুর, কলকাতা বন্দর-প্রিয়দর্শিনী হাকিম। কলকাতা উত্তর সাংগঠনিক জেলার বেলেঘাটা, এন্টালি-স্বপন সমাদ্দার। শ্যামপুকুর, কাশিপুর-বেলগাছিয়া-জীবন সাহা। জোড়াসাঁকো, চৌরঙ্গি-কুণাল ঘোষ। মানিকতলা-শ্রেয়া পান্ডে।

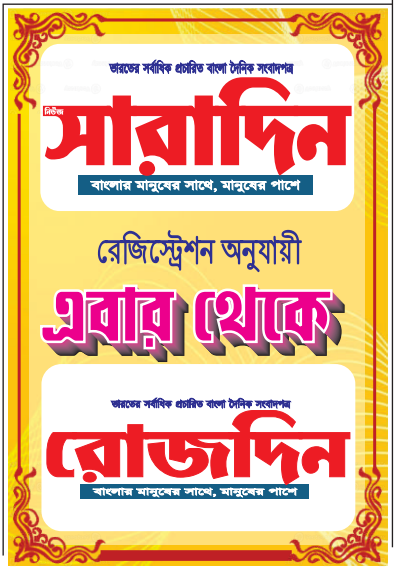

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মন কি বাতের ১২৯ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

(তৃতীয় পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্পর্শী। ফিজিতে ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রসারের জন্য এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ওখানে নতুন প্রজন্মকে তামিল ভাষার সঙ্গে যুক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি স্তরে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গতমাসে ফিজির রাকী-রাকী অঞ্চলের একটি স্কুলে প্রথম বার তামিল দিবস পালন করা হয়। ঐ দিন বাচ্চারা এমন এক মঞ্চ পায় যেখানে তারা মুক্ত হৃদয়ে নিজের ভাষার প্রতি গৌরব ব্যক্ত করেছিল। বাচ্চারা তামিল ভাষায় কবিতা শোনায়, ভাষণ দেয় এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মঞ্চে উপস্থাপন করে। বন্ধুরা, দেশের অভ্যন্তরেও তামিল ভাষার প্রসারের জন্য নিরন্তর কাজ হয়ে চলেছে। কিছু দিন আগেই আমার নির্বাচনী কেন্দ্র কাশীতে চতুর্থ 'কাশী তামিল সংগমম' আয়োজিত হয়েছিল। এখন আমি আপনাদের একটি audio clip শোনাচ্ছি। আপনারা শুনুন আর অনুমান করুন এই বাচ্চারা যারা তামিল বলার চেষ্টা করছে তারা কোন জায়গার।

(Audio Clip- 2 পায়েল)

বন্ধুরা, আপনারা জেনে অবাক হবেন তামিল ভাষায় এত সহজে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারা এই বাচ্চারা কাশীর, বারাণসীর। এদের মাতৃভাষা হিন্দী। কিন্তু তামিল ভাষার প্রতি আকর্ষণ এদের তামিল শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই বছর বারাণসী তে ' কাশী তামিল সংগমম' এর সময় তামিল শেখার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। Learn Tamil - ' তামিল করাকলম' এই theme এর অন্তর্গত বারাণসী তে 50 এর ও বেশি স্কুলে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এরই ফল এই audio clip এ আমরা শুনতে পাই।

(Audio Clip- 2 বৈষ্ণবী)

বন্ধুরা, তামিল ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। তামিল সাহিত্য ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমি 'মন কি বাতে' 'কাশী তামিল সংগমম' এ অংশ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। আমার ভালো লাগছে যে আজ দেশের অন্যান্য প্রান্তে ও বাচ্চা এবং যুবাদের মধ্যে তামিল ভাষার প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। এটাই ভাষার শক্তি, এটাই ভারতের একতা।

বন্ধুরা, আগামী মাসে আমরা দেশের ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করব। যখনই এরকম অবসর আসে, তখনই আমাদের মন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সংবিধান প্রণেতা দের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। আমাদের দেশ স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংঘর্ষ করেছে। স্বাধীনতার আন্দোলনে দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ নিজেদের অবদান রেখেছে। কিন্তু, এটা দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার অনেক বীর - বীরাঙ্গনারা সেই সম্মান পান নি, যা তাঁদের পাওয়া উচিত ছিল। এইরকমই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেন - ওড়িশার পার্বতী গিরি।

জানুয়ারী 2026 শে তাঁর জন্ম শতবর্ষ পালিত হবে। তিনি 16 বছর বয়সে ' ভারত ছোড়ো আন্দোলনে' অংশ গ্রহন করেন। বন্ধুরা, স্বাধীনতার আন্দোলনের পর পার্বতী গিরি জী নিজের জীবন সমাজসেবা ও জনজাতীয় কল্যাণে সমর্পণ করেন। তিনি বেশ কয়েকটি অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাও করেন । ওঁর প্রেরণামুলক জীবন প্রত্যেক প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

' মুঁ পার্বতী গিরি জিঁকু শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করুছী '

আমি পার্বতী গিরি জী কে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি

বন্ধুরা, এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা যেন নিজেদের ঐতিহ্য কে না ভুলি। আমরা স্বাধীনতা প্রদানকারী বীর এবং বীরাঙ্গনাদের মহান গাথা কে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাবো। আপনাদের মনে থাকবে যখন আমাদের স্বাধীনতার ৭৫তম বছর হয়েছিল, তখন সরকার একটি বিশেষ website তৈরী করেছিল। যার মধ্যে একটি বিভাগ - 'Unsung Heroes'- দের প্রতি সমর্পিত ছিল। আজও এই website visit করে আপনারা সেই সমস্ত মনীষীদের সম্পর্কে জানতে পারেন, দেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে যাঁদের মস্ত বড় ভূমিকা ছিল।

আমার প্রিয় দেশবাসী, মন কি বাত-এর মাধ্যমে আমাদের সমাজের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার খুব ভালো সুযোগ হয়। আজ আমি এমন এক বিষয় নিয়ে কথা বলব, যা আমাদের সকলের উদ্বেগের কারণ। ICMR অর্থাৎ Indian Council of Medical Research সম্প্রতি একটি report প্রকাশ করেছে, যাতে বলা হয়েছে নিমোনিয়া ও UTI - র মত অনেকগুলি অসুখের সঙ্গে লড়াই করার মত antibiotic ওষুধ গুলি কম কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। আমাদের সকলের জন্য এটি একটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। Report বলছে, এর একটা বড় কারণ হল না ভেবে চিন্তে মানুষের antibiotic ওষুধ খাওয়া। Antibiotic সেই ওষুধ নয়, যাকে যখন ইচ্ছে খাওয়া যায়। শুধুমাত্র Doctor এর পরামর্শেই এর ব্যবহার করা উচিত। আজকাল লোকেরা মনে করে ব্যাস একটা গুলি খেয়ে নিলেই সব কষ্ট সেরে যাবে। আর এটাই কারণ যে, অসুখ এবং সংক্রমণে antibiotic ওষুধ কাজ করছে না। আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি দয়া করে নিজেদের মন মত ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করুন। Antibiotic ওষুধের ক্ষেত্রে তো একথা মনে রাখা খুবই জরুরী। আমি তো এটাই বলব- medicines এর জন্য guidance আর Antibiotics এর জন্য Doctor এর দরকার। এই অভ্যাস আপনার স্বাস্থ্য কে ভালো রাখতে খুব সাহায্য করবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমাদের পরম্পরাগত শিল্পগুলি সমাজকে সবল করার পাশাপাশি মানুষের আর্থিক বিকাশেরও বড় মাধ্যম হয়ে উঠছে। অন্ধ্রপ্রদেশের নারসাপুরম জেলার লেস ক্রাফ্টের চর্চা এখন সারা দেশ জুড়ে বাড়ছে। এই লেস ক্রাফ্ট শিল্পটি অনেক প্রজন্ম ধরে মহিলাদের হাতে রয়েছে। অত্যন্ত ধৈর্য ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে দেশের নারীশক্তি এর সংরক্ষণ করেছেন। আজ এই পরম্পরাকে এক নতুন রঙ ও রূপ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ও নাবার্ড একযোগে কারিগরদের নতুন ডিজাইন শেখাচ্ছেন, উন্নততর স্কিল ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং নতুন বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করছেন। নারসাপুরম লেস জিআই ট্যাগও পেয়েছে। আজ এর মাধ্যমে পাঁচশোরও বেশি প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে এবং আড়াইশোর বেশি গ্রামে প্রায় এক লক্ষ মহিলা এতে কাজ পাচ্ছেন।

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

গুরুতর আহত ইমরান হাশমী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৫ যেমন ‘ধুরন্ধর’-এর মতো সফল ছবি উপহার দিয়েছে, বছর জুড়ে তেমনই নক্ষত্রপতন। ধর্মেন্দ্র, আসরানী-সহ বর্ষীয়ান তারকা অভিনেতাদের মায়ানগরী হারিয়েছে এ বছরেই। তেমনই পরপর দুর্ঘটনায় পড়েছেন নোরা ফতেহি, ইমরান হাশমী। রোববার সড়ক দুর্ঘটনায় মাথায় চোট পেয়েছেন নোরা ফাতেহি। শুটিং করতে গিয়ে চোট পেয়েছেন ইমরান হাশমীও। ‘আওয়ারাপন ২’-এর শুটিং চলছে রাজস্থানে। সেখানেই উঁচু জায়গায় অ্যাকশন দৃশ্য করতে গিয়ে পেটের পেশি ছিঁড়েছে তার। যার ফলে শরীরের ভিতরে রক্তপাত শুরু হয়। বিষয়টি বুঝতে পেরেই তাকে সঙ্গে

সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। অস্ত্রোপচার করা হয়। জানা গিয়েছে, অস্ত্রোপচারের পরেই তিনি যোগ দিয়েছেন শুটে। অভিনেতার একটি ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। দেখা গিয়েছে, পেটে ব্যান্ডেজ নিয়েই গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শুটিং করছেন হাশমী। নোরা ফাতেহির মতো ইমরান হাশমীর চিকিৎসকও তাকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এতে প্রযোজকের লোকসান হবে, ছবির কাজ পিছিয়ে যাবে। তাই সেটে ফিরে এসেছেন হাশমী। তবে অভিনেতা কাজের পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে নিজের যত্ন নিচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন। হাশমীর দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বিগ্ন তার ভক্তরা। সমাজমাধ্যমে অভিনেতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তারা।

শেষবার পর্দায় ধর্মেন্দ্র, ‘ইক্কিস’ সিনেমার ট্রেলার ভাইরাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শ্রীরাম রাঘবন নির্মিত ইক্কিস সিনেমার ফাইনাল ট্রেলার প্রকাশের পর থেকেই বলিউডে ছড়িয়ে পড়েছে আবেগ। কারণ এই সিনেমাতেই শেষবারের মতো পর্দায় দেখা যাবে সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ট্রেলার মন ভেঙে দিচ্ছে ভক্তদের। সংলাপ থেকে নাচ প্রতিটি দৃশ্যই দর্শকদের আবেগ ছুঁয়ে যাচ্ছে।

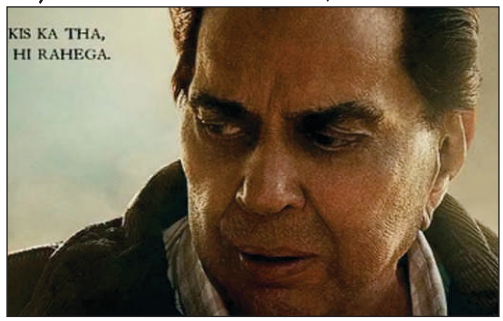

এর আগে ইক্কিসের অফিসিয়াল ট্রেলার দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছিল। এবার ফাইনাল ট্রেলারে ধর্মেন্দ্র আগের চেয়ে আরও আলো ছড়ালেন। বিশেষ করে একটি সংলাপ ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে পড়েছে। তাকে বলতে শোনা যায় এই হচ্ছে আমার ছোট ছেলে মুকেশ ৫০ বছর বয়স এবং এই আমার ছোট ছেলে অরুণ চিরকাল ২১ বছরেরই থাকবে। পাশাপাশি ট্রেলারে তার নাচের দৃশ্য দর্শকদের চোখ ভিজিয়ে দিয়েছে। চলতি বছরের ৮ ডিসেম্বর নব্বই বছরে পা রাখার কথা ছিল ধর্মেন্দ্রর। কিন্তু এই সুখবরের আগেই গত ২৪ নভেম্বর না ফেরার দেশে চলে যান বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা। ফলে এই সিনেমা তার শেষ অভিনীত কাজ হিসেবে বিশেষ আবেগ তৈরি করেছে ভক্তদের মধ্যে।

ওজন বাড়ায় কাজ হারান অভিনেত্রী, ভোগেন মানসিক অবসাদে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বড় হাউসে কাজের আকাঙ্ক্ষা সব অভিনয়শিল্পীরই থাকে। আর সেটা যদি হয় নতুন কারও ক্ষেত্রে তাহলে তো কথাই নেই। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে অনেককে আবার বিমুখ হতে হয়, যা তাকে অনেক বেশি পোড়ায়। যেমনটা ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তের জীবনে। এ অভিনেত্রী কাজ হারিয়েছিলেন ওজন বেড়ে যাওয়ায় অজুহাতে। যে ঘটনায় ভীষণ হতাশ হয়েছিলেন তিনি। এমনকি মানসিক অবসাদের কারণে শরণাপন্ন হতে হয়েছিল মনোবিদের।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিনয়জীবনের শুরুর দিকে একটি বড় প্রোডাকশনের ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন রাধিকা। কিন্তু শুটিং শুরুর আগেই ঘটে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। রাধিকা জানান, শুটিং শুরুর আগে তিনি ছুটিতে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।

বিষয়টি তিনি সংশ্লিষ্টদের আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছিলেন। এমনকি ঘুরতে গিয়ে ডায়েট করবেন না এবং ওজন কিছুটা বাড়তে পারে তাও স্পষ্ট করেছিলেন।

রাধিকার কথায়, তখন আমার বয়স কম ছিল, মেটাবলিজমও ছিল দুর্দান্ত। আমি জানতাম ফিরে এসে দ্রুতই ওজন কমিয়ে ফেলতে পারব। কিন্তু শুটিংয়ের আগে একটি ফটোশুটে আমাকে অংশ নিতে হয়। সেখানে আমায় কিছুটা মোটা দেখাচ্ছিল। আমাকে মোটা বলে বাদ দেওয়া হয়।

বড় কাজ হাতছাড়া হওয়ার পর রাধিকা মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তার মনে ওজনের ব্যাপারে একধরনের ভীতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সামান্য ওজন বাড়লেই তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন যে, তাকে হয়তো আবারও কাজ হারাতে হবে। দীর্ঘ সময় এই ট্রমার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত তিনি পেশাদার মনোবিদের সাহায্য নিতে বাধ্য হন।

সম্প্রতি মা হয়েছেন রাধিকা। সন্তান জন্মের পর স্বাভাবিকভাবেই তার ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অতীতের সেই ট্রমা কাটিয়ে এখন তিনি জীবনকে নতুনভাবে দেখতে শিখেছেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে রাধিকা আলোচনায় রয়েছেন তার নতুন ছবি ‘সালি মোহাব্বতের’ জন্য। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার, যা গত ১২ ডিসেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জি-ফাইভে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন তিসকা চোপড়া।

বিশ্বসেরা হতে ইয়ামালকে ‘গার্লফ্রেন্ড’ রাখার পরামর্শ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বার্সেলোনার তরুণ উইঙ্গার লামিনে ইয়ামালকে ‘গার্লফ্রেন্ড’ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন এসি মিলান ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সাবেক পর্তুগিজ উইঙ্গার পাউলো ফুত্রে। মাঠে আরও মনোযোগী হতে এবং বিশ্বসেরা হতে ইয়ামালের দ্রুত মেয়ে বান্ধবী দরকার বলে মনে করেন তিনি।

লামিনে ইয়ামাল ও তার প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে কম আলোচনা হয়নি। ইয়ামাল আগে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অ্যালেক্স পাদিয়ার সঙ্গে এবং পরে আর্জেন্টাইন পপ তারকা নিকি নিকোলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। বিশেষ করে নিকোলের সঙ্গে সম্পর্কটি বেশ আলোচিত হয়। তবে সেই সম্পর্ক এখন শেষ; এ কথা নিজেই নিশ্চিত করেছেন ইয়ামাল।

ইয়ামাল-নিকোলের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল জুলাইয়ে, ইয়ামালের ১৮তম জন্মদিনের সময়। সে সময় নিকোল বার্সেলোনায় গিয়ে তার সঙ্গে সময় কাটান। এরপর থেকেই তিনি বার্সার ম্যাচে স্ট্যান্ডে নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে গোল করার পর ইয়ামালের উড়ন্ত চুম্বনকে অনেকেই নিকোলের উদ্দেশে ইঙ্গিত বলে ধরে নেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের একসঙ্গে ডিনার, এমনকি ক্রোয়েশিয়ার উপকূলে হেলিকপ্টার ভ্রমণের ছবিও ভাইরাল হয়। সেপ্টেম্বরে একটি ফ্যাশন ইভেন্টে নিকোল নিজেই সম্পর্কের কথা স্বীকার করে জানান, ইয়ামাল তাকে কাতালান ভাষায় ‘ত এস্তিমো’ (আমি তোমাকে ভালোবাসি) বলতে শিখিয়েছেন।

স্প্যানিশ একটি টেলিভিশনে ইয়ামালকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ফুত্রে যুক্তি দেখিয়েছেন, ইয়ামাল ভবিষ্যতে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হবেন, তবে তার জন্য একটি স্থায়ী প্রেমের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।

ফুত্রে বলেন, ‘লামিনে ইয়ামাল খুবই তরুণ। তার একজন গার্লফ্রেন্ড থাকা দরকার। আমি যখন আমার সন্তানের মায়ের সঙ্গে পরিচিত হই, তখন থেকেই শতভাগ পেশাদার হই। কম বাইরে যেতাম, বেশি দায়িত্বশীল হয়েছিলাম।’

রাসেলের শূন্যতা পূরণে রেকর্ড দামে কলকাতায় গ্রিন, জানালেন কোচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলের শূন্যতা পূরণ করতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রথম পছন্দ ছিল ক্যামেরন গ্রিন। আর তাই নিলামে ২৫ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাকে দলে ভিড়িয়েছে কলকাতা।

এমনটিই জানিয়েছেন কলকাতার প্রধান কোচ অভিষেক নায়ার।

তিনি বলেন, আমরা বলতে পারছি না, কত উপরে উঠতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা সর্বোচ্চটা দিতে চেয়েছিলাম। অর্থ যদি থাকে, তাহলে খরচ করব। রেখে দেওয়ার কোনো মানে নেই। আন্দ্রে রাসেল চলে গেল, এমন কাউকে আমাদের প্রয়োজন যে ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এগিয়ে নিতে পারবে। এ কারণে আমাদের জন্য ক্যামেরন গ্রিন গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সম্প্রতি আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন রাসেল। অবসরের পর কলকাতায় পাওয়ার কোচ হয়ে ফিরেছেন তিনি। নায়ারের মতে, গ্রিন হয়তো ভিন্ন ভূমিকায় খেলবেন, তবে সব বিভাগেই ম্যাচ জেতানোর সামর্থ্য তার আছে।

রাসেল মিডল ও ডেথ ওভারে দাপট দেখালেও গ্রিন খেলবেন টপ অর্ডারে। প্রথম তিনে তাকে খেলানো পরিকল্পনা কলকাতার। তাতে দলে বড় ছাপ রাখতে পারবেন এই অস্ট্রেলিয়ান।

নায়ার বললেন, আমরা ক্যামেরন গ্রিনকে প্রথম তিনের মধ্যে ব্যাটিংয়ে দেখতে চাই। সে এক মৌসুমে ৫০০ রান করার মতো ব্যাটার। গত কয়েক বছরে দেখেছি আমাদের সাফল্য এসেছে তখন, যখন আমাদের শীর্ষ তিন খেলোয়াড় চারশর বেশি রান করেছে। এ কারণে তাকে পেতে আমরা মরিয়া ছিলাম। সে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করবে।

গ্রিনের আইপিএল পরিসংখ্যান কলকাতার আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ২৯ ম্যাচ খেলে ৪১ এর বেশি গড়ে ৭০৭ রান করেছেন গ্রিন। অভিষেক আইপিএলে মুম্বাইয়ের হয়ে তার রান ছিল ৪৫২। ইনজুরির কারণে গত আইপিএল খেলতে না পারলেও কলকাতার বিশ্বাস, গ্রিন এখন পুরো ফিট এবং সেরা ফর্মে পাওয়া যাবে তাকে।

মেসি সর্বকালের সেরা ফুটবলার নন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফুটবল বিশ্বে সর্বকালের সেরা কে? এই প্রশ্নে পেলে, ম্যারাডোনা, মেসি কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর নাম উঠে আসে বারবার। তবে রিয়াল মাদ্রিদ ও ক্রোয়েশিয়ার তারকা ফুটবলার লুকা মদ্রিচের কাছে এই উত্তরটা একেবারে পরিষ্কার।

লিওনেল মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো নন, তাঁর চোখে সর্বকালের সেরা ফুটবল নক্ষত্র দিয়াগো ম্যারাডোনা। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির প্রতি নিজের মুগ্ধতার কথা জানাতে গিয়ে ক্রোয়াট তারকা বলেছেন, দিয়াগো ম্যারাডোনা সর্বশ্রেষ্ঠ। মেসি এবং দিয়েগো দুজনেই মহান, কিন্তু দিয়েগো তো দিয়েগোই।

সম্প্রতি স্প্যানিশ ইউটিউবার ‘দ্য রিয়েল ইয়েস্যু’-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় ৩৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার নিজের পছন্দের সেরা পাঁচ ফুটবলারের একটি তালিকা দিয়েছেন। অবাক করা বিষয় হলো, সেই তালিকায় জায়গা হয়নি বর্তমান বিশ্বের দুই মহাতারকা লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর।

মদ্রিচের এই পছন্দের তালিকায় ম্যারাডোনার পাশাপাশি আছেন ব্রাজিলের রোনালদো নাজারিও, ইতালির ফ্রান্সেসকো টট্টি, ক্রোয়েশিয়ার জভোনিমির বোবান এবং ফ্রান্সের জিনেদিন জিদান। এই তারকাখচিত তালিকায় মেসি-রোনালদোকে বাদ দিয়ে ম্যারাডোনাকেই সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন তিনি।

ম্যারাডোনার প্রতি ব্যালন ডি'অর জয়ী এই তারকার ভালোবাসা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তিনি ছিয়াশির বিশ্বকাপ জয়ী নায়কের প্রতি নিজের মুগ্ধতার কথা প্রকাশ করেছেন। ইউরো ২০২৪ চলাকালীন ইএসপিএনের এক সাংবাদিকের কাছ থেকে ম্যারাডোনার একটি জার্সি উপহার পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন মদ্রিচ। জার্সিটি হাতে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, এটা আনন্দের। এই জার্সিটি পেয়ে আমি খুবই খুশি। দিয়াগোই সেরা। আপনি আমাকে আবেগপ্রবণ করে দিলেন।’

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR